ব্রি ধান১০৯

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১০৯ এর কৌলিক সারি বিআর৯১৫৮-১৯-৯-৬-৫০-২-এইচআর১। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)'তে ২০০৮ সালে ব্রি ধান৪৪ এর সাথে ব্রি ধান৫২ এর সংকরায়ণ করা হয় এবং পরবর্তীতে মার্কার এসিস্টেড ব্যাকক্রস এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি ব্রি'র গবেষণা মাঠে হোমোজাইগোসিটি আনায়ন এবং ফলন পরীক্ষার পর ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে দেশের বিভিন্ন বন্যা এবং জোয়ার-ভাটা প্রবণ এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর আমন ২০২৩ মওসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সন্তোষজনক হওয়ায় ১১/৩/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৩ তম সভায় এ কৌলিক সারিটি আমন মওসুমে ব্রি ধান১০৯ নামে দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান১০৯ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ, প্রশস্ত ও লম্বা, পাতার রং সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৮ সে. মি.।
- জাতটির গড় জীবনকাল জোয়ার-ভাটা পরিবেশে ১৪৭ দিন।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ৩১.০গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা।
- এ ধানের দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৫.৪ ভাগ।
- প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১০.৬ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান১০৯

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

দেশের জোয়ার-ভাটা প্রবণ এলাকায় জন্য দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন জাত যার জীবনকাল ব্রি ধান৪৪ এর প্রায় সমান কিন্তু গড়ে ২১% বেশি ফলন দিতে সক্ষম। জোয়ার-ভাটা এলাকার জন্য এ জাতটি চাষাবাদযোগ্য।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৭ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১০৯ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০-৬.০ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি গড়ে ৬.৫০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১০৯ রোপা আমন মওসুমে দেশের জোয়ার ভাটা অঞ্চল সহ প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী আমন জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭-৩১ আষাড়ের মধ্যে বীজ বপন।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২৫ সে.মি × ১৫ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ৩-৪টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী আমন ধানের জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
২৬	০৮	১৬	৯	১.০

সর্বশেষ জমি চাষের সময় রোপনের পূর্বেই সবটুকু টিএসপি, এমওপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার ছিটিয়ে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে যথা বীজ বপণের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩০দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা ও বন্যার পানির সময়কালের সাথে মিল করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। জোয়ার-ভাটা এলাকায়, বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর ইউরিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, জমির উর্বরতা, জোয়ার-ভাটার ধরন ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী সারের মাত্রা কম বেশি হতে পারে

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১০৯ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন।

৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ডিসেম্বর ৭ হতে ডিসেম্বর ১৪। আমন মওসুমে এ ধান পাকা পর্যন্ত ১৪৬-১৬০ দিন সময় লাগে। শিষের ৮০% ধান সোনালী রং ধারন করলে ধান কেটে মাড়াই করে শুকিয়ে (১৪% আদ্রতায়) নিতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd